ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

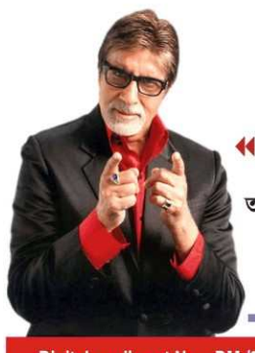

রামমন্দিরের পাশে জমি কিনে আলোচনায় অমিতাভ

পৃঃ ৫

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন উইলিয়ামসন

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০১৯ ● কলকাতা ● ০৪ মাঘ, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ১৯ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বহু পরিবার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিরাপত্তা নিয়ে উড়ছে প্রশ্ন,বাংলার জনগণের নিরাপত্তা নেই রাজনৈতিক ভাবে চলছে জোর জল্পনা। সূত্র মারফত জানা যায় বারাইপুর পুলিশ জেলায়, পুলিশ পুলিশ সুপারের কাছে দেড়শ জন গণ পুলিশ সুপারের কাছে নিরাপত্তার চেয়েছে। যদি না আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয় তাহলে কেন মানুষ নিরাপত্তার দাবি করছে, প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে জনগণের কাছে। অন্যদিকে দীর্ঘকুড়ি বছর সম্পাদনা ও সাংবাদিকতার পরিণাম বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়েছে নিউজ সারাদিন সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে। তিনি নিরাপত্তার দাবি করেছে দীর্ঘ বছর, তবে বাম জমানায় সবচেয়ে বেশি সেই বাম জমানায় বিরোধিতা করার ফলেও তাকে প্রশাসনিক ভাবে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল। সত্য ও নিষ্ঠার সাথে সাংবাদিকতার করার ফলে, তার কুড়ি বছরে কোন আর্থিক উন্নতি হয়নি। হয়নি তার ঘরবাড়ি, দুবেলা দুই মুট অন্য কোন রকম জোটে তার। সত্য কথা প্রকাশ করার ফলে এই এলাকায় প্রশাসনিকের গায়েও হাত পড়ে যায় সেখানে সম্পাদকের বসবাস তাহলে তার পরিণাম কেমন এটা বলার অপেক্ষা থাকে না। তার পরিবারের সমস্ত জমি জায়গা কিনে নেওয়ার চক্রান্ত অব্যাহত, এসডিপিও ও পুলিশ সুপারকে জানিয়েছিলেন যে তার গাড়ি

এরপর ৩ পাতায়

২২ তারিখেই রাজ্যে তৃণমূলের মিছিল,

অনুমতি আদালতের, সঙ্গে শর্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২২ জানুয়ারি তৃণমূলের সংহতি মিছিলের অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট, তবে সঙ্গে বেঁধে দিল শর্ত। আদালত জানিয়েছে, কোনও ধর্মকে আঘাত করে কোনও রকম বক্তব্য রাখা যাবে না। বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই আদালতের এই রায় রাজ্য বিজেপির কাছে ধাক্কা বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি মঙ্গলবার জানিয়েছেন, ২২ জানুয়ারি মিছিল করবে তাঁর দল। হাজরা থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত এই মিছিলে থাকবেন সব ধর্মের মানুষ। মিছিল শুরু হবে কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে। মিছিল যাবে মন্দির, মসজিদ, গুর দোয়ারা। মিছিল শেষে সভা হবে পার্ক সার্কাসে। প্রতি জেলার ব্লকে ব্লকে হবে সংহতি মিছিল। এই ঘোষণার পরের দিনই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপি বিধায়কের দাবি, সংহতি যাত্রায় রাজ্যে নষ্ট হতে পারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। সে কারণেই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার শুভেন্দুর দায়ের করা মামলার শুনানিতে আদালত জানিয়ে দিল, শর্ত মেনে সেদিন সংহতি মিছিল করতে পারবে বাংলার শাসক দল। অন্যদিকে ২২ জানুয়ারি রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার স্বার্থে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার আর্জি জানিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তবে সেই আর্জিও মানেনি আদালত। পরিবর্তে ২২ জানুয়ারি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার বিষয়ে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিজি, আইজি এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকে।ঘটনার সূত্রপাত দিন কয়েক আগে। দেশে এই মুহূর্তে জোর চর্চা

এরপর ৩ পাতায়

মন্দিরের গর্ভগৃহে আনা হল রামলালাকে,

পাথর কেটে কে তৈরি করেছেন ওই মূর্তি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাতে আর খুব বেশি সময় নেই। আগামী ২২ জানুয়ারি হতে চলেছে রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। অর্থাত তাঁবুর জীবন কাটিয়ে তিনি এবার উঠে আসবেন রাম মন্দিরের গর্ভগৃহে। বৃহস্পতিবার ভোরে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে রামলালার মূর্তি আনা হল মন্দিরের গর্ভগৃহে। মূর্তি গর্ভগৃহে আনার আগে একটি বিশেষ পুজো করা হয়।মূর্তি প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত মহীশূরের যে শিল্পী রামলালার মূর্তি তৈরি করেছেন সেই অরুণ যোগীরাজকেও। একটি কালো পাথর কেটে ওই মূর্তি তৈরি করেছেন যোগীরাজ। এটির ওজন হবে ১৫০-২০০ কেজি।

এদিকে, রামালারার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের জন্য এলাহি নিরাপত্তার বয়বস্থা করা হয়েছে অযোধ্যাজুড়ে। নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হয়েছে কয়েক হাজার সাদা পোশাকের পুলিস। পাশাপাশি নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে উত্তরপ্রদেশের বাহিনী পিএসি ও এসএসএফ। মন্দিরগামী সমস্ত রাস্তাকে গ্রিন করিডোর করে দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে অয়োধ্যাজুড়ে বসানো হয়েছে ১০ হাজার সিসিটিভি ক্যামেরা। এদের মধ্যে বেশকিছু ক্যামেরা হবে এআই

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

শিক্ষা শান্তি সাফল্য

আল-আলামিয়াহ্ মিশন

স্থাপিত ঃ ২০২০

পরিচালনায় - মালিওর মিলন পল্লী কল্যাণ সমিতি

Regd. No. - S/1L/75246

প্রসপেক্টাস-২০২৪

এলকেজি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত

ঠিকানা ঃ গ্রাম ও পোঃ - মালিওর, থানা - হরিশচন্দ্রপুর, জেলা - মালদহ, পিন - ৭৩২১২৫

যোগাযোগ ঃ 9733344923 (Clerk) ● 7368865372 (H.M.)

8372877005 (Director) ● 9733482306 (Secretary)

alalamiahmision2010@gmail.com

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

● ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।

● আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।

যোগাযোগ-

9083249944 / 9083249933 / 9083249922

বৃষ্টিভেজা বইমেলা!

বইপ্রেমীদের আনাগোনায় চেনা ছবি সেন্ট্রাল পার্ক প্রাঙ্গণে

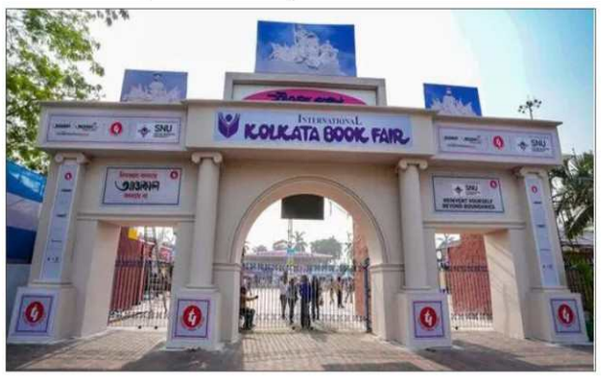

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার শুরু ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। এ দিন সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। বেলা গড়াতেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি। তবে বোধনের আগেই ক্রেতার আনাগোনা চোখে পড়ল সেন্ট্রাল পার্ক প্রাঙ্গণে।এ দিন তাপমাত্রার পারদ কিছুটা বাড়লেও শীতের আমেজ যথেষ্ট। তারই মধ্যে মেঘলা আকাশ এবং ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। বইমেলায় মানুষের ঢল নেমেছে। চলছে বিভিন্ন স্টলে ঘুরে ঘুরে বই দেখা ও কেনা। আন্তর্জাতিক বইমেলায় উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির নামে প্রকাশনীতে নতুন বই দের ভিরে সুন্দরবনের উপরে একটি বই দেখানোর জন্য ৩৭৬ নম্বর স্টলও ৪৩৫ নম্বর স্টলে। নামকরণ করেছে সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসী লেখক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। দাম করেছে ৭৫ টাকা, বিশেষ ছাড়পার দিয়ে বইটি কেনাকাটি চলছে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাস করে লেখক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। তিনি তিনটি দৈনিক কাগজের সম্পাদক, তার লেখা তৃতীয় বই এটি।এর আগেও তিনি ঈশ্বরী কথা ও স্টুডেন্ট ইংলিশ গ্রামার এন্ড কম্পোজিশন লিখেছেন। সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসী বইটিতে সুন্দরবনের ভূমি এবং সুন্দরবনের জীবন কাহিনী ও আদিবাসীদের জীবন্ত ইতিহাস এই বইতেই ফুটে উঠেছে। এ বছর বইমেলাতেই এক অন্য মাত্রার ছোঁয়া যেন এই বইটি পেয়ে গেছে, কলকাতার বুকে আবার সুন্দরবনকে তুলে ধরা হয়েছে নতুনভাবে।

টাটা ক্যাপিটাল বাণিজ্যিক যানবাহন

ঋণের জন্য তাৎক্ষণিক ডিজিটাল অনুমোদন চালু করলো

কলকাতা/হাওড়া, ১৮ জানুয়ারী ২০২৪: নিউজ সারাদিন : টাটা ক্যাপিটাল, টাটা গ্রুপের আর্থিক পরিষেবা শাখা তার বাণিজ্যিক যানবাহন ঋণ গ্রাহকদের জন্য তাতক্ষণিক ডিজিটাল অন বোর্ডিংয়ের জন্য একটি শিল্প প্রথম উদ্যোগ চালু করেছে। তাতক্ষণিক ঋণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সহ এই যাত্রা গ্রাহকদের তাতক্ষণিক অর্থায়নের সমাধান প্রদান করবে। এটি বিশেষভাবে এসএমই গ্রাহকদের জন্য উপযোগী অফার গুলো বিদ্যমান স্যুটের সর্বশেষ সংযোজন।

এই সমাধান অফার করার জন্য, টাটা ক্যাপিটাল নেতৃস্থানীয় অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এর (ওইএমস) সাথে অংশীদারিত্ব করেছে যাতে গ্রাহকরা নতুন বাণিজ্যিক যানবাহন কেনার সময় ব্যাপক পছন্দ পান। এটি একটি "সহায়তা" পরিদর্শন যেখানে সম্পর্ক পরিচালকরা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাহকদের সাহায্য করে। গ্রাহকের বহর সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য যানবাহন এপিআই ব্যবহার করে নির্বিঘ্নে অ্যাক্সেস করা হয়, এটি গ্রাহকের জন্য সহজ করে তোলে। স্কোর কার্ড ব্যবহার করে এবং ন্যূনতম ডকুমেনেটশন সহ আন্ডাররাইটিং করে কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্রাহককে অনুমোদন পত্র দেওয়া হয়।

লঞ্চের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, অবন্তি ব্যানার্জী, চিফ অপারেটিং অফিসার - ডিজিটাল এবং মার্কেটিং, টাটা ক্যাপিটাল বলেন, "আমাদের সাম্প্রতিক ডিজিটাল পণ্য বাণিজ্যিক যানবাহন ঋণের আমাদের এসএমই গ্রাহকদের দ্রুত এবং নির্বিঘ্নে তাদের তহবিল চাহিদা সহজে পূরণ করার সুযোগ দেবে। এটি ক্রমাগত উদ্ভাবনী ডিজিটাল পণ্য সরবরাহ করার এবং গ্রাহকের ভ্রমণকে ঘর্ষণহীন এবং সহজ করে তোলার আমাদের কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

বিরল প্রজাতির পাখি উদ্ধার

নদিয়া : নিউজ সারাদিন : নবদ্বীপের পৌরসভার অন্তর্গত ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সরকার পাড়ার মোড় থেকে বিরল প্রজাতির পাখি উদ্ধার করল বন দপ্তর। বনদপ্তরের কর্মী শ শধর ঘোষ জানান খবর পেয়ে আমরা কৃষ্ণনগর রেঞ্জ দপ্তর থেকে এসে ঘটনাস্থলে পৌঁছাই দুপুরে। পাখিটি দেশি না বিদেশি এখন কিছু বোঝা যাচ্ছে না তবে বিরল প্রজাতির। বকের মতন দেখতে অনেকটা ঠোঁট লম্বা কিন্তু খুব ধারালো। পাখিটিকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা হবে। অফিসাররা আছেন তারপর পরীক্ষা-নিক্ষা করে বলবেন কোন প্রজাতের পাখি।

শীত থেকে বাঁচতে আগুনই ভরসা

সাধারণ মানুষের সাথে মন্ত্রীর ছেলেও

আমিরুল ইসলাম, নয়া জামানা, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা : নিউজ সারাদিন : কথায় বলে বাপকা বেটা সিপাহী কা ঘোড়া বাবা যেমন তেমনি তার ছেলে। প্রচন্ড শীতে সাধারণ মানুষের যখন আগুনই ভরসা তখন সাধারণ মানুষের মাঝে দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের ছেলে ইমরান আলিকে । ব্যস্তময় জীবনে সময়ের মধ্যেও সময় বের করে ঠিক সন্ধ্যেবেলা গ্রামে চায়ের দোকানে বসে সকলের সুখ-দুঃখের কথা শুনে যে লোকটা রাত্রে ঘুমায় সে আর কেউ নয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরকারের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। স্থানীয় ব্যক্তি প্রদীপ রজক,আশরাফুল হক, জাবির হোসেন, মদন সরকার প্রমুখরা বলেন কয়েকদিন থেকেই শীতের দাপট বেড়েই চলেছে। তাই শীত থেকে বাঁচতে আনন্দ উপভোগ করার জন্য আগুন পোহাচ্ছি । তারই মাঝে উপস্থিত হয়ে যায় মন্ত্রীর ছেলে ইমরান আলী। ইমরান আলী বলে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে বেশ ভালো লাগে। এই রাস্তার ধারের লোকেরাই আমাদের ভরসা। তাই সকলের সাথে মিলেমিশে শীতের আমেজ নিয়ে খুব ভালো লাগছে।

দুঃস্থ মানুষের সেবায় নবদ্বীপ থানা ও নদীয়া জেলা পুলিশ

নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং নবদ্বীপ থানা পুলিশের সহযোগিতায় নবদ্বীপ এলাকার দুঃস্থ মানুষদের পাশে সামাজিক দানের কাজে নবদ্বীপ পুলিশ প্রশাসন। নবদ্বীপ থানা প্রাঙ্গণে ৪৭০ জন মানুষকে কম্বল মশারি এবং রান্নার বাসনপত্র দিয়ে অসহায় মানুষদের সহযোগিতা করল। ১৭ই জানুয়ারি বুধবার এই সাহায্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নদীয়া জেলার অ্যাডিশনাল এসপি, ডিএসপি, পুলিশ সুপার সহ নদীয়া জেলা পুলিশের আধিকারিক বৃন্দ। উপস্থিত অতিথিদের পুষ্পস্তবক এবং উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ড রিকাক্ষ সাহা , পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জুরানি ঘোষ, নবদ্বীপের কাউন্সিলর বৃন্দ প্রত্যেকে অসহায় মানুষদের হাতে দান সামগ্রী তুলে দেন। জেলা পুলিশ আধিকারিকরা বলেন নবদ্বীপ থানার আইসি জলেশ্বর তেওয়ারি যে শুভ উদ্যোগ নিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। মানুষ পুলিশের সঙ্গে যে সহযোগিতা চলে সেই কথা ভেবেই নবদ্বীপ শহরের দুস্থ মানুষদের পাশে পুলিশের সেবা কর্তব্য পালন করা উচিত, তাই এই শুভ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে নবদ্বীপ থানার পক্ষ থেকে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন নবদ্বীপ থানার আইসি জলেশ্বর তিওয়ারী।

ভরা শীতে বৃষ্টির ভ্রুকুটিতে জুবুথুবু জেলাবাসী

তারক হরি, পশ্চিম মেদিনীপুর : নিউজ সারাদিন : একদিকে কনকনে ঠান্ডা গোটা রাজ্য জুড়ে। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় হতেই যেন এক ধাক্কায় শীতের পারদ অনেকটাই নেমেছে। কথায় বলে মাঘের শীত বাঘের গায়ে আর সেটাই যেন অবধারিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবারে। এই কনকনে শীতের মধ্যে হঠাৎই বর্ষার আগমন। একে প্রচন্ড ঠান্ডা তার ওপর বৃহস্পতিবার ভোর রাত থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে জেলা জুড়ে। রাজ্যের অন্যান্য জায়গার তুলনায় পশ্চিমের জেলাগুলিতে অত্যধিক ঠান্ডা বেড়েছে। কোথাও কোথাও তাপমাত্রা নেমে গিয়েছে ৮ ডিগ্রির আশেপাশে। সকাল থেকেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর, ডেবরা, পিংলা, সবং , ঘাটাল,বেলদা, কেশিয়াড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে দফায় দফায় বৃষ্টি চলছে। প্রসঙ্গত বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই আকাশের মুখ ছিল ভার। তারপর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। একদিকে জাঁকিয়ে শীত পড়ছে অন্যদিকে বৃষ্টি যার ফলে একেবারে কনকনে শীতে জুবুথুবু অবস্থা। ব্যাহত হয়েছে জনজীবন। রাস্তা ঘাট, দোকান বাজার একেবারে জনশূন্য। খুব প্রয়োজন না পড়লে বাড়ি থেকে বের হতে চাইছেন না মানুষজন। হঠাৎ ছন্দপতন এই আবহাওয়ায় লেপের কোলেই আরাম ও ভরসা খুঁজে পাচ্ছেন আপামর জনসাধারণ।

এদিকে এরই মাঝে আবহাওয়া অফিস সূত্রে বাণী দেওয়া হয়েছে

আগামীকালও বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে,বাদ যাবে না পশ্চিম মেদিনীপুর।

মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সরকারি অর্থ সাহায্য

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : নবদ্বীপের ভাগীরথী গঙ্গায় মাছ ধরতে গিয়ে বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছিল পঙ্কজ রাজবংশী নামে এক ব্যক্তির। ২০২২ সালের ঘটনা বাজ পড়ে নৌকো উল্টে গঙ্গায় ডুবে যায়। পরের দিন তার দেহ মেলে। পঙ্কজ পরিবারের একমাত্র উপার্জন ব্যাক্তি ছিল । রাজবংশী পরিবারের সংসার চালাতে বৃদ্ধ মা পরের বাড়িতে রান্নার কাজ করে। প্রাচীন মায়াপুর ২১ নম্বর ওয়ার্ডের রাজবংশী পরিবারের এইরকম অবস্থার কথা নবদ্বীপের পৌরসভার পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা জানতে পেরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সহযোগিতায় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর থেকে ২ লক্ষ টাকা অর্থ মঞ্জুর করলেন। ১৭ই জানুয়ারি বুধবার দুপুরে পৌরপতি নিজে রাজবংশী পরিবারে গিয়ে এই অনুদান তুলে দেন।

বড়দিনের সন্ধ্যায় মালদহের চাঁচলের সোনার দোকানে

ডাকাতির ঘটনায় ফের বড় সাফল্য জেলা পুলিশের

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা: নিউজ সারাদিন : বড়দিনের সন্ধ্যায় মালদহের চাঁচলের সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় ফের বড় সাফল্য জেলা পুলিশের।ক্রমশ জাল গোছাতে শুরু করেছে পুলিশ। এর আগে গ্রেপ্তার হয়েছিল লিঙ্কম্যান এবং ডাকাত দলের এক সদস্য।এবার গ্রেপ্তার ডাকাত দলের আরো দুই।ধৃত ২ দুষ্কৃতির নাম জাহাঙ্গীর শেখ এবং গুলতন শেখ। জাহাঙ্গীর মালদার মিল্কির বাসিন্দা। গুলতন বিহারের কাটিহারের বাসিন্দা। ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধৃত দুই দুষ্কৃতিকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করেছে চাঁচল থানার পুলিশ। ধৃতরা সক্রিয় ভাবে ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গেছে।

১-ম পাতার পর

২২ তারিখেই রাজ্যে তৃণমূলের মিছিল, অনুমতি আদালতের, সঙ্গে শর্ত

রামমন্দির নিয়ে। ২২ তারিখ রাম মন্দিরের উদ্বোধন করবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। উপস্থিত থাকবেন প্রথম সারির নেতা-নেত্রী সহ বহু বিশিষ্ট জন। তবে ইতিমধ্যেই একাধিক বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। অনেকেই বিশেষ দিনে ভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি মঙ্গলবার জানিয়েছেন, ২২ জানুয়ারি মিছিল করবে তাঁর দল। হাজরা থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত এই মিছিলে থাকবেন সব ধর্মের মানুষ। মিছিল শুরু হবে কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে। মিছিল যাবে মন্দির, মসজিদ, গুর দোয়ারা। মিছিল শেষে সভা হবে পার্ক সার্কাসে। প্রতি জেলার ব্লকে ব্লকে হবে সংহতি মিছিল। এই ঘোষণার পরের দিনই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপি বিধায়কের দাবি, সংহতি যাত্রায় রাজ্যে নষ্ট হতে পারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। সে কারণেই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার শুভেন্দুর দায়ের করা মামলার শুনানিতে আদালত জানিয়ে দিল, শর্ত মেনে সেদিন সংহতি মিছিল করতে পারবে বাংলার শাসক দল।

১-ম পাতার পর

মন্দিরের গর্ভগৃহে আনা হল রামলালাকে, পাথর কেটে কে তৈরি করেছেন ওই মূর্তি?

চালিত। এইসব ক্যামেরার বিশেষত্ব হল কোনও সন্দহভাজন ব্যক্তিকে চিনি নিতে পারবে ক্যামেরা। এতে পরে এই ব্যক্তি যেখানেই লুকিয়ে থাকুন না কেন তাকে চিনে নেওয়া সহজ হবে।জয়শ্রীরাম ধ্বনির মধ্যে ক্রেনের সাহায্যে মূর্তিটি আনা হয় গর্ভগৃহে। গতরাতেই মূর্তিটি ট্রাকে চাপিয়ে আনা হয় মন্দিরে। রাম মন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারপার্সন নৃপেন্দ্র মিশ্র সংবাদমাধ্যমে জানান, বৃহস্পতিবারই মূর্তিটি গর্ভগৃহে স্থাপন করা হবে। প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে ৭ দিন ধরে চলছে বিশেষ আচার অনুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠান চলবে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত। ওইসব আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন ১২১ জন পুরোহিত। ২২ জানুয়ারি রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান শুরু হবে বেলা ১২টা ২০ মিনিটে। অনুষ্ঠান শেষ হবে ১টায়।

রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রায় শেষধাপে। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ৭ হাজার বিশেষ অতিথি। অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন রাজনীতিবিদ,শিল্পপতি, সাধুসন্ত, সেলিব্রিটিরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হবে প্রধান অতিথি। দুনিয়ার ১০০ দেশের প্রতিনিধিরাও যোগ দেবেন ওই অনুষ্ঠানে।

১-ম পাতার পর

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বহু পরিবার

চাপা দিয়ে মেরে দিতে পারে তেমনি সম্মুখীন হতে হল কলকাতার মতো জায়গাতে। সত্যিই নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন, যেকোনো মুহূর্তে যেকোনোভাবে খুনতেই পারে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। তারপরও পুলিশ প্রশাসন জেনে বুঝে তাকে পার্সোনাল ভাবে নিরাপত্তা দিতে রাজি নয়। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে বহুবার কথা বলেছেন পুলিশ সুপার ও এস ডি পি ও ক্যানিং সাহেবের সাথে, তবে তাদের কাছের লোক নয় বলেই নিরাপত্তা পাচ্ছে না তেমনি খবর সূত্র মারফতে জানাজায়। অথচ এই অঞ্চলে সামান্য অঞ্চল কমিটির সম্পাদক শাসক দলে রয়েছে বলে তাকে পুলিশি নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে, সেই অঞ্চলে বসবাসকারী লেখক, বুদ্ধিজীবী সম্পাদক ও চিত্র পরিচালক মৃত্যুঞ্জয় সরদার বসবাস করেও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তবুও প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেমনি ভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না বলে জানিয়েছে। তবে মৃত্যুঞ্জয় সরদার বক্তব্য নিরাপত্তা পুলিশ দিক আর না দিক, যদি কোন কিছু কোন ভাবে কোথাও ঘটে যায় তাহলে এর সম্পূর্ণ দায়ভার নেবে প্রশাসন ও অন্যান্যকর্তা ব্যক্তিরা।

গ্রিনওয়াশিং আর নয়: এএসসিআই বিজ্ঞাপনে সৎ

পরিবেশগত দাবিগুলি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশিকা চালু করল

কলকাতা, ১৮ই জানুয়ারী, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : অ্যাডভারটাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই) মিথ্যা পরিবেশবান্ধব দাবি প্রতিরোধের জন্য তার নির্দেশিকা জারি করেছে, যা গ্রিনওয়াশিং নামেও পরিচিত, যা বিভিন্ন সেক্টর জুড়ে দেখা গেছে। এই "পরিবেশগত/সবুজ দাবি করার বিজ্ঞাপনের নির্দেশিকা", ১৬ই নভেম্বর, ২০২৩ সাল থেকে পরামর্শের জন্য পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে এবং সাম্প্রতিক বোর্ড অফ গভর্নরসের সভায় অনুমোদিত হয়েছিল।

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ থেকে কার্যকর, এই নির্দেশিকাগুলির লক্ষ্য হল বিজ্ঞাপনদাতাদের দ্বারা পরিবেশগত দাবিগুলি নির্ভরযোগ্য, যাচাইযোগ্য এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। ভোক্তারা ক্রমবর্ধমানভাবে এমন পণ্য এবং পরিষেবাগুলির দাবি চাহিদা করছে যা পরিবেশের ক্ষতি কম করে বা পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। পণ্য, পরিষেবা এবং ব্যবসার প্রসারের ফলে যেগুলি সেই চাহিদা পূরণের দাবি করে এই ধরনের দাবিগুলি নির্ভরযোগ্য এবং যাচাইযোগ্য হওয়া জরুরি।

গ্রিনওয়াশিং বলতে সামগ্রিকভাবে পণ্য, পরিষেবা, প্রক্রিয়া, ব্র্যান্ড বা ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অপ্রমাণিত, মিথ্যা, প্রতারণামূলক বা বিভ্রান্তিকর পরিবেশগত দাবিকে বোঝায়। এটা প্রায়ই দেখা যায় যে পণ্যগুলি এই ধরনের বিস্তৃত দাবি করে যদিও পণ্যের একটি খুব ছোট উপাদান বা অংশ সবুজ। এএসসিআই নির্দেশিকাগুলির জন্য বিজ্ঞাপনগুলি পণ্য বা পরিষেবাটির সেই অংশে সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট দাবি করার প্রয়োজন যা প্রকৃতপক্ষে পরিবেশগত সুবিধা রয়েছে। বিজ্ঞাপনগুলি অবশ্যই এমন কোনও পরিবেশগত সুবিধা দাবি করবে না যা আইনি বাধ্যবাধকতার ফলস্বরূপ যদি প্রতিযোগী পণ্যগুলি একই প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে হয়। নির্দেশিকাগুলির প্রয়োজন যে সমস্ত সিল এবং শংসাপত্রগুলি অবশ্যই স্বীকৃত সংস্থাগুলির হতে হবে। এই দাবিগুলি অর্জনের জন্য কিছু নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকলে ভবিষ্যতে সবুজ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাবে না।

গ্রীনওয়াশিং বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনে এএসসিআই কোডের প্রথম অধ্যায় লঙ্ঘন করে। এএসসিআই কোডের প্রথম অধ্যায় লঙ্ঘন না করার জন্য, বিজ্ঞাপনগুলি অবশ্যই নিম্নলিখিত নির্দেশিকাগুলি মেনে চলতে হবে।

নির্দেশিকা:

১.সম্পূর্ণ দাবি যেমন "পরিবেশ বান্ধব", "ইকো-ফ্রেন্ডলি", "টেকসই", "প্ল্যানেট ফ্রেন্ডলি" এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যা বোঝায় যে বিজ্ঞাপিত সমগ্র পণ্যের কোন প্রভাব নেই বা শুধুমাত্র একটি ইতিবাচক প্রভাব নেই বা প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস করতে সক্ষম হতে হবে তা অবশ্যই শক্তিশালী তথ্য এবং/অথবা সুপরিচিত এবং বিশ্বাসযোগ্য স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। এই ধরনের নিখুঁত দাবিগুলি একটি দাবিত্যাগ বা অন্য কোনও স্পষ্ট প্রক্রিয়া যেমন একটি কিউআর কোড বা ওয়েবসাইট লিঙ্ক ইত্যাদির মাধ্যমে হ্রাস করা যায় না

২."সবুজ" বা "বন্ধুত্বপূর্ণ" এর মতো তুলনামূলক দাবির জন্য প্রমাণের প্রয়োজন হবে যে বিজ্ঞাপিত পণ্য বা পরিষেবা বিজ্ঞাপনদাতার পূর্ববর্তী পণ্য বা পরিষেবা বা প্রতিযোগী পণ্য বা পরিষেবাগুলির তুলনায় পরিবেশগত সুবিধা প্রদান করে এবং এই ধরনের তুলনার ভিত্তি স্পষ্ট করা হয়।

৩. একটি সাধারণ পরিবেশগত দাবি অবশ্যই বিজ্ঞাপিত পণ্য বা পরিষেবার সম্পূর্ণ জীবনচক্রের উপর ভিত্তি করে হতে হবে, যদি না বিজ্ঞাপনটি অন্যথায় উল্লেখ করে, এবং অবশ্যই জীবনচক্রের সীমা স্পষ্ট করে দেয়। যদি কোনও সাধারণ পরিবেশগত দাবিকে ন্যায়সঙ্গত করা না যায়, তাহলে একটি পণ্য বা পরিষেবার নির্দিষ্ট দিকগুলি সম্পর্কে আরও সীমিত দাবি ন্যায়সঙ্গত হতে পারে। একটি বিজ্ঞাপনী পণ্য বা পরিষেবার জীবনচক্রের শুধুমাত্র অংশের উপর ভিত্তি করে এমন দাবিগুলি অবশ্যই পণ্য বা পরিষেবার মোট পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করবে না।

৪.প্রসঙ্গ থেকে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত, একটি পরিবেশগত দাবির উল্লেখ করা উচিত যে এটি পণ্য, পণ্যের প্যাকেজিং, একটি পরিষেবা, বা শুধুমাত্র পণ্য, প্যাকেজ বা পরিষেবার একটি অংশকে বোঝায়।

৫. কোনো পণ্য বা সেবা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর উপাদানের অনুপস্থিতি তুলে ধরে পরিবেশগত উপকার সম্পর্কে ভোক্তাদের বিভ্রান্ত করা যাবে না, যদি সেই উপাদানটি সাধারণত প্রতিযোগী পণ্য বা সেবায় পাওয়া না যায়। একইভাবে, বিজ্ঞাপনগুলি অবশ্যই একটি পরিবেশগত সুবিধা দাবি করবে না যা আইনি বাধ্যবাধকতার ফলে ঘটে যদি প্রতিযোগী পণ্যগুলি একই প্রয়োজনীয়তার সাপেক্ষে হয়। যেখানে ভোক্তাদের প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে সজ্জিত করার জন্য এই ধরনের 'মুক্ত' দাবি করা প্রয়োজন, সেখানে উদ্দেশ্যটি নির্দেশ করার জন্য একটি উপযুক্ত দাবিত্যাগ যোগ করা উচিত যেমন "XX-মুক্ত: (নিয়ন্ত্রণের নাম) (পণ্যের বিভাগ) এ (নিষিদ্ধ পদার্থ / উপাদানগুলির নাম) ব্যবহার নিষিদ্ধ করুন"। এটি দাবি করা প্রতারণামূলক হবে যে কোনও পণ্য কোনও পদার্থকে "মুক্ত" করে যদি এটি একটি পদার্থ থেকে মুক্ত থাকে তবে অন্যটি অন্তর্ভুক্ত করে যা অনুরূপ বা উচ্চতর পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরি করে বলে পরিচিত।

৬. যেখানে সার্টিফিকেশন বা অনুমোদনের সীলের ব্যবহার গ্রাহকদের কাছে পরিবেশগত দাবির ছাপ তৈরি করে, তখন বিজ্ঞাপনদাতাকে স্পষ্ট করে দিতে হবে যে পণ্য বা পরিষেবার কী গুণাবলী শংসাপত্রদাতা দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনদাতাকে নিশ্চিত করতে হবে যে সার্টিফিকেট প্রদানকারী সংস্থাটি জাতীয়ভাবে/আন্তর্জাতিকভাবে একটি প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃত, যেমন জাতিসংঘের কাউন্সিল/কমিটি, বিআইএস ইত্যাদি দ্বারা স্বীকৃত সংস্থা।

৭.কোনো বিজ্ঞাপনদাতা কোনো বিজ্ঞাপনে ভিজ্যুয়াল উপাদান ব্যবহার করবেন না যার ফলশ্রুতিতে বিজ্ঞাপনটি একটি মিথ্যা ধারণা দেয় যে পণ্যটি কম ক্ষতিকারক বা পরিবেশের জন্য বেশি উপকারী, যদি না আইনের অধীনে প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্যাকেজিং এবং/অথবা বিজ্ঞাপন সামগ্রীতে একটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রক্রিয়ার প্রতিনিধিত্বকারী লোগোগুলি কোনও পণ্য বা পরিষেবার পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে ভোক্তার ধারণাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য ভিজ্যুয়াল উপাদানগুলির মধ্যে প্রকৃতি বা পরিবেশ সম্পর্কিত রঙের স্কিম বা প্রাকৃতিক উপাদানের ছবি বা পণ্য/প্যাকেজিং/সেবাগুলিতে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপাদানগুলির সৃজনশীল ব্র্যান্ড পরিচয় বা ট্রেডমার্ক/ট্রেডনেমের অংশ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না যদি না এই ধরনের উপাদানগুলি ব্যবহার করা হয়। একটি পণ্য, প্যাকেজিং বা পরিষেবার পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে ভোক্তার ধারণাকে প্রভাবিত করার জন্য এই জাতীয় পণ্য / প্যাকেজিং / পরিষেবাগুলিতে করা যে কোনও পরিবেশগত দাবির সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, পণ্যটিতে থাকা প্রাকৃতিক উপাদান সহ একটি সবুজ রঙের প্যাকেজিং সবুজ দাবিতে অবদান হিসাবে বিবেচিত হবে না যদি না এটি একটি পরিবেশগত দাবিকে বোঝায়

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের ভবিষ্যত পরিবেশগত উদ্দেশ্য সম্পর্কে পণ্য/প্যাকেজিং/পরিষেবাগুলিতে উচ্চাকাঙ্খী দাবি করা থেকে বিরত থাকা উচিত যদি না তারা সেই উদ্দেশ্যগুলি কীভাবে অর্জন করা হবে তার বিশদ বিবরণ দিয়ে পরিষ্কার এবং কার্যকরী পরিকল্পনা তৈরি না করে।

৯. কার্বন অফসেট দাবির জন্য যেখানে পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে অফসেট ঘটবে না, বিজ্ঞাপনদাতাদের উচিত স্পষ্টভাবে এবং বিশিষ্টভাবে এটি প্রকাশ করা। বিজ্ঞাপনগুলি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে দাবি করা উচিত নয় যে একটি কার্বন অফসেট একটি নির্গমন হ্রাসের প্রতিনিধিত্ব করে যদি হ্রাস ঘটায়, এমন ক্রিয়াকলাপটি আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় হয়।

১০.পণ্যটি কম্পোস্টেবল, বায়োডিগ্রেডেবল, পুনর্ব্যবহারযোগ্য, অ-বিষাক্ত, ফ্রি-অফ ইত্যাদি সম্পর্কিত দাবির জন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের এই জাতীয় দাবিগুলি যে দিকগুলিতে আরোপিত হচ্ছে এবং এর পরিমাণকে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এই ধরনের সমস্ত দাবির উপযুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ থাকা উচিত তা দেখানোর জন্য:

ধ) পণ্য বা যোগ্য উপাদান যেখানে প্রযোজ্য সেখানে প্রথাগত নিষ্পত্তির পরে যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে ভেঙে যাবে।

ন) পণ্যটি এমন উপাদান থেকে মুক্ত যা পরিবেশগত বিপদের কারণ হতে পারে।

মনীষা কাপুর, সিইও এবং সেক্রেটারি-জেনারেল, এএসসিআই বলেন, "ভোক্তারা আজ সবুজ পণ্যগুলির জন্য তাদের পছন্দগুলি অনুশীলন করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের জন্য প্রিমিয়াম প্রদান করেন। সবুজ পণ্যগুলিকে সমর্থন করার জন্য সচেতন পছন্দ করার জন্য গ্রাহকদের সঠিক তথ্য থাকা প্রয়োজন। এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে সংস্থাগুলি প্রকৃতপক্ষে সবুজ পণ্য সরবরাহ করে তারা গ্রাহকদের কাছে এটি স্পষ্টভাবে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়। সরকারও গ্রিনওয়াশিং বা মিথ্যা সবুজ দাবির বিষয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই নির্দেশিকাগুলি বিজ্ঞাপনে করা পরিবেশগত/সবুজ দাবিগুলিতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রচারের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।"

পরিবেশগত/সবুজ দাবি করার বিজ্ঞাপনের নির্দেশিকাগুলির লিঙ্ক

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০১৯ সংখ্যা ১৯ জানুয়ারী, ২০২৪ শুক্রবার ০৪ মাঘ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

তেলেঙ্গানার করিমনগরের শিক্ষিত কৃষক বহুমুখী কৃষিকাজের মাধ্যমে আয় দ্বিগুণ করেছেন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের কয়েক হাজার বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধাপ্রাপকের সঙ্গে কথা বলেন। অনুষ্ঠানে অংশ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং স্থানীয় স্তরের প্রতিনিধিরা।

প্রধানমন্ত্রী প্রথম কথা বলেন তেলেঙ্গানার করিমনগরের শ্রী এম মল্লিকার্জুন রেড্ডির সঙ্গে যিনি কৃষিকাজ ছাড়াও পশুপালন এবং ফুল চাষের সঙ্গেও জড়িত। শ্রী রেড্ডি একজন বি.টেক এবং একটি সফটওয়্যার কোম্পানীর প্রাক্তন কর্মী। শ্রী রেড্ডি তাঁর জীবনের কথা বলতে গিয়ে জানান, শিক্ষা তাঁকে আরও ভালো কৃষক হতে সাহায্য করেছে। তিনি একটি সুসংহত ব্যবস্থা অনুসরণ করছেন যেখানে তিনি পশুপালন, ফুল চাষ এবং প্রাকৃতিক চাষ করছেন। এই ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হল তাঁর নিয়মিত দৈনিক উপার্জন। তিনি ঔষধী গাছেরও চাষ করেন এবং তিনি ৫টি বিভাগ থেকে উপার্জন করছেন। তিনি চিরাচরিত প্রথায় কৃষিকাজ করে বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকা রোজগার করতেন সেখানে এখন সুসংহত ব্যবস্থায় বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা রোজগার করছেন। অর্থাৎ তাঁর আয় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। শ্রী রেড্ডি আইসিএআর সহ বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছেন এবং পুরস্কৃত হয়েছেন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি শ্রী ভেঙ্কাইয়া নাইডুর কাছ থেকে। তিনি সুসংহত এবং প্রাকৃতিক চাষ নিয়ে প্রচারও করেন এবং নিকবর্তী এলাকার কৃষকদের প্রশিক্ষণও দেন। তিনি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, সয়েল হেল' কার্ড, ড্রিপ ইরিগেশন ভর্তুকি এবং ফসল বিমার সুবিধা পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কেসিসি থেকে প্রাপ্ত ঋণের ওপর সুদের হার খতিয়ে দেখতে বলেন কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার সুদে ভর্তুকি দেয়।

প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করে শিক্ষিত যুবাদের কৃষিক্ষেত্রে আসার জন্য উৎসাহ দিতে বলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর দুই মেয়ের সঙ্গেও কথা বলেন। শিক্ষিত যুবারা কৃষিকাজ বেছে নেওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কৃষিকাজের সম্ভাবনার আপনি একজন বড় উদাহরণ।' তাঁর সুসংহত ব্যবস্থার প্রশংসা করে তিনি বলেন যে, তাঁর কাজ অন্যান্য কৃষককেও উৎসাহ দেবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী রেড্ডির স্ত্রীকে অভিনন্দন জানান তাঁর আত্মত্যাগ এবং স্বামীকে সহায়তা করার জন্য।

বঞ্চিতদের অগ্রাধিকারই আমাদের লক্ষ্য: প্রধানমন্ত্রী

নতুনদিল্লি ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের এই প্রকল্পের হাজার হাজার সুবিধাভোগী এতে যোগ দেন। এছাড়া, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং স্থানীয় স্তরের প্রতিনিধিরাও এতে অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রী মুম্বইয়ের রূপান্তরকামী কল্পনা বাঈ-এর সঙ্গে কথা বলেন। কল্পনা সাই কিন্নর বচত নামে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী চালান। মহারাষ্ট্রে রূপান্তরকামীদের নিয়ে এই ধরনের গোষ্ঠী গঠন এই প্রথম। নিজের লড়াইয়ের কাহিনী বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর সংবেদনশীলতার জন্য ধন্যবাদ জানান কল্পনা। রূপান্তরকামীদের কঠিন জীবনের কথা বলতে গিয়ে কল্পনা প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, ভিক্ষা এবং অনিশ্চয়তার জীবন চালানোর পর তিনি এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাজ শুরু করেছিলেন। সরকারি অনুদানে ঝুড়ি তৈরির কাজ শুরু করেন তিনি। সেইসঙ্গে ইডলি ধোসা এবং ফুলের ব্যবসাও চালাতে থাকেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী একজন ব্যবসায়ী হিসেবে রূপান্তরকামীদের শিক্ষাদান এবং তাঁদের নেতিবাচক ভাবমূর্তিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কল্পনার ভূমিকার প্রশংসা করেন। সেজন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁকে অভিনন্দন জানান। কল্পনার গোষ্ঠী রূপান্তরকামীদের পরিচয় পত্র প্রদান করছে এবং কিছু কিছু ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে পিএম স্বনিধির মতো প্রকল্পের সুবিধা নিতে ও ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগে উৎসাহিত করছে। কল্পনার অদম্য মনোভাবের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কুর্নিশ জানান এবং এক লড়াকু জীবনের মধ্যেই কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য তাঁর প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হল, বঞ্চিতদের অগ্রাধিকার।"

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

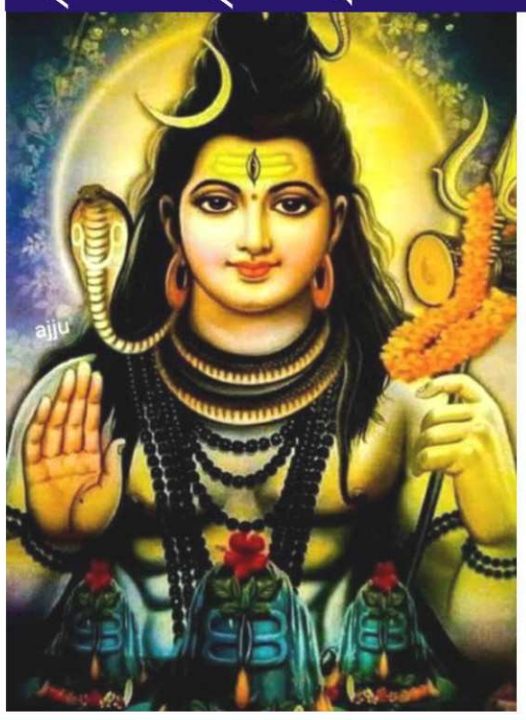

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পৃথিবীতে যখন পাপের ভরপুর হয়েছে ,তখনই পৃথিবীর কোনো না কোনো কারণে ধ্বংস করেছে পৃথিবীর রক্ষা কর্তা। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিরাজমান ছিল, তেমনই বহু তথ্য উঠে এসেছে আমার অনুসন্ধান বা গবেষণাতেই।ইচ্ছা শক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে, হয়তো অনেকেই অনেক কিছু করতে বাধ্য হয়েছে । কিন্তু ইচ্ছাশক্তির মানুষের বড় করার মহৌষধি। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভারত ও কেনিয়ার মধ্যে ডিজিটাল

রূপান্তরের লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত ডিজিটাল সমাধানের আদান-প্রদান সংক্রান্ত চুক্তিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ভারতের বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক এবং কেনিয়ার তথ্য, যোগাযোগ ও ডিজিটাল অর্থনীতি মন্ত্রকের মধ্যে ২০২৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত চুক্তিতে অনুমোদন দিয়েছে। এর আওতায় ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত ডিজিটাল সমাধানের আদান-প্রদানে গতি আসবে। স্বাক্ষরিত হওয়ার তারিখ থেকে এই চুক্তি কার্যকর হবে। চুক্তির মেয়াদ তিন বছর। এই চুক্তির আওতায় ডিজিটাল জন-পরিকাঠামো ক্ষেত্রে দু'দেশের সরকার এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে। এর ফলে, তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানেরও প্রসার ঘটবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশের একাধিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছে ভারতের তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রক। ভারত সরকারের ডিজিটাল ভারত, আত্মনির্ভর ভারত, মেক ইন ইন্ডিয়ার মতো কর্মসূচির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই দেশের ডিজিটাল পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করতে চায় সরকার। বিগত কয়েক বছরে ডিজিটাল জনপরিকাঠামো ক্ষেত্রে ভারত সারা বিশ্বে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নিয়েছে। কোভিড অতিমারীর সময় সাধারণ মানুষের কাছে সহায়তা পৌঁছে দিতে ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামো যেভাবে কাজ করেছে, তা নজর কেড়েছে সারা বিশ্বের।

পিএম কিষাণ সম্মান নিধি

হরিয়ানার কৃষককে সাহায্য করছে

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধাপ্রাপকদের সঙ্গে কথা বলেন। দেশের কয়েক হাজার বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধাপ্রাপক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং স্থানীয় স্তরের প্রতিনিধিরাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন। হরিয়ানার রোহতাক-এর শ্রী সন্দীপ একজন কৃষক। তিনি পিএম কিষাণ সম্মান নিধির একজন সুবিধাপ্রাপক। থাকেন ১১ জনের যৌথ পরিবারে। আলাপচারিতার সময় প্রধানমন্ত্রী জানান, অনেক সময় মানুষ জানেন না যে তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ জমা পড়ছে। সেইসব মানুষকে তাঁরা কী পাচ্ছেন সে ব্যাপারে সচেতন করা হয়েছে। শ্রী সন্দীপ প্রধানমন্ত্রীকে জানান, সম্মাননিধি থেকে যে অর্থ তিনি পেয়েছেন তাতে সার এবং বীজ কেনা সুবিধা হয়েছে এবং কৃষিকাজে সহায়তা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে রেশন বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্পর্কে জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী কর্মসূচী রূপায়ণে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছেন। গ্রামে মোদী কি গ্যারান্টি কি গাড়ি সাগ্রহে গৃহীত হয়েছে। শ্রী মোদী অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যায় মহিলাদের উপস্থিতির উল্লেখ করে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের আশীর্বাদ চান।

চিকিৎসা সামগ্রী নিয়ন্ত্রণে

ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তিতে অনুমোদন মন্ত্রিসভার

নতুনদিল্লি ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (সিডিএসসিও) এবং ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তা সংক্রান্ত মন্ত্রকের আওতাধীন ওষুধ, খাদ্য ও স্যানিটারি সামগ্রী সংস্থার মহানির্দেশকের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ২০২৩ সালের ৪ অক্টোবর এই মউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশ চিকিৎসা সামগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতা করবে। সেই সঙ্গে এই চুক্তির ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে নিম্নমানের, নকল ওষুধ চালানের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের কাজ অনেক সহজ হবে। এই চুক্তির ফলে বিদেশে ভারতীয় ওষুধের রপ্তানি বাড়বে। পাশাপাশি ওষুধ শিল্পে পেশাদারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেই সঙ্গে চিকিৎসা সামগ্রী রপ্তানির মাধ্যমে বিদেশী মুদ্রাও আয় হবে। আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে এটি একটি বড় পদক্ষেপ।

দুঙ্গারপুরের একটি ছোট্ট গ্রামের

মা ও বোনেরা যেভাবে আমাকে আশীর্বাদ করছেন, তাতে আমি অভিভূত: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং -এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধাপ্রাপকদের সঙ্গে কথা বলেন। অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। রাজস্থানের দুঙ্গারপুরের শ্রীমতী মমতা ধিন্দোরে গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের আওতায় স্বনিযুক্ত। একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত মমতা গুজরাটি ভাষাও জানেন। যৌথ পরিবারের এই মহিলা ১৫০টি গোষ্ঠীর ৭ হাজার ৫০০ জন মহিলার সঙ্গে কাজ করেন। তাঁদের স্বনিযুক্তির বিষয়ে সচেতনতা করে তোলা, প্রশিক্ষণ এবং ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রেও পরামর্শ দিয়ে থাকেন মমতা। তিনি নিজেও ঋণ নিয়ে সব্জি চাষ শুরু করেন। সব্জির একটি দোকান চালিয়ে অন্যদের কাজের সুযোগও করে দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার কল্যাণে পাকা বাড়ির স্বপ্নও তাঁর পূরণ হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসনের কাছ থেকে তিনি যেভাবে সহায়তা পেয়েছেন, তা জানান প্রধানমন্ত্রীকে। মোদীর গ্যারান্টির গাড়ি সম্পর্কেও মানুষকে সচেতন করে তোলায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভুয়সী প্রশংসা করেন। দুঙ্গারপুরের একটি ছোট গ্রামের মা ও বোনেদের আশীর্বাদ পেয়ে তিনি ধন্য বলেও প্রধানমন্ত্রী জানান। সরকারের পক্ষ থেকে বিগত নয় বছরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়নের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেকথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। ২ কোটি লাখপতি দিদি তৈরি করায় সরকারের পরিকল্পনার কথা আবারও ব্যক্ত করেন তিনি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ইতিহাসে জড়িয়ে রয়েছে সরদার পরিবার

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

বাংলার প্রতিটি জেলার একটা ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসেবে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের পাতাতে।মানুষ আজ আছে কাল নেই তবে তার ইতিহাস বহন করে চলেছে ধারাবাহিক নিয়মে।তেমনই এক ঐতিহাসিক কাহিনী ও জেলার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে ইতিহাসের পাতায় অধ্যায় আজ অলিখিত,অলিখিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যেতে চাই ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস। সেই প্রাচীন বাংলায় বসবাস করত বিখ্যাত রাজপরিবারের ব্যক্তি, হোটর রত্না গ্রামে বসবাস করতেন জমিদার পরিবারে মহিম সরদার। তৎকালীন যুগে প্রথা প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণরা ছিল হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ। রাজপরিবারের যোদ্ধার জমিদার বংশের মহিম সরদার তৎকালীন সমাজের মাথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সৎ ও ন্যায় বিচার করতেন তিনি।ব্রাহ্মণের অপরাধের বিচার করার ফলে তাকে অভিশাপ করেছিল বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে।সেই সময় ওলাউটো বা কলেরা হয়ে সরদার পরিবারের একাধিক ব্যক্তি মারা যাচ্ছিল, ভয় পেয়ে গেছিল সরদার পরিবারের মহিম সরদার।মহিম সর্দার সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সুন্দরবনের হেদিয়া বাদ জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। হেদিয়া জঙ্গলে কেটে সাফ করে বসতবাড়ি গড়ে তুলেছিল, এখানে তার ছেলের মনোহর সরদার বাসস্থান গড়ে উঠে এর মধ্যে মনোহর সরদার একটি উক্ত সন্তান লাভ করে, তার নাম ছিল সদানন্দ সরদার ।সদানন্দ সরদার হেদিয়ার জোরদার ও জমিদার হয়ে উঠলো। ব্রিটিশদের সাথে একাধিকবার সংঘর্ষ হয়েছিল সদানন্দ সাথে।হেদিয়াতে সদানন্দ সরদারের জব্দ করার পরিকল্পনা করে ব্রিটিশরা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

২৮ বছর আগের শাহরুখে মজেছে অস্কার কমিটি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান ও কাজল অভিনীত 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে', সংক্ষেপে 'ডিডিএলজে' সিনেমা বলিউড তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসের অন্যতম মাইলস্টোন। ১৯৯৫ সালের দিওয়ালি উপলক্ষে মুক্তি পেয়েছিল 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে'। ছবিটি মুক্তির ২৮ বছর কেটে গেছে। এবার শাহরুখের এই সিনেমায় মজেছে অস্কার কমিটি। অস্কার কমিটির অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রামের পাতায় 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে' সিনেমার গান দেখে উচ্ছ্বাস ধরে রাখতে পারলেন না শাহরুখ অনুরাগীরা। যশরাজ ফিল্মসের প্রযোজনায় আদিত্য চোপড়া পরিচালিত আদ্যোপান্ত প্রেমের ছবি 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে'। ছবিতে মুখ্য দুই চরিত্রে ছিলেন শাহরুখ ও কাজল। সেই সময় ব্যবসায়িক সাফল্যের নিরিখে এই ছবি নজির গড়ে। শাহরুখ খানকে বিশ্ব দরবারে জনপ্রিয় করে তুলেছিল 'ডিডিএলজে'।

সর্ষের খেতে ম্যান্ডোলিন হাতে তরুণ রাজের কারিশমা আর সিমরানের সারল্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন দর্শক। মুম্বাইয়ের 'মারাঠা মন্দির' হলে এখনও নিয়মিত প্রদর্শিত হয় এই ছবি। এবার সেই সিনেমার 'মেহেদি লাগা কে রাখনা' গানটি অস্কারের অফিসিয়াল পেজে দেখা মাত্রই আনন্দে ফেটে পড়েছে অনুরাগীরা।

এমনিতেই গত বছরটা ভাল কেটেছে শাহরুখ। পর পর তিনটি ছবি মুক্তি পায়। 'পাঠান', 'জওয়ান' ও 'ডাঙ্কি'। যার মধ্যে দু'টি ১০০০ কোটির গণ্ডি পার করে। অন্যটিও প্রশংসা কুড়িয়েছে বিভিন্ন মহলে। এবার ২৮ বছর পুরানো শাহরুখের কারিশমাকে কুর্নিশ জানাল অ্যাকাডেমি। উচ্ছ্বাসে অনুরাগী বললেন 'বিশ্বের সব থেকে বড় তারকা শাহরুখই।'

রামমন্দিরের পাশে জমি কিনে আলোচনায় অমিতাভ

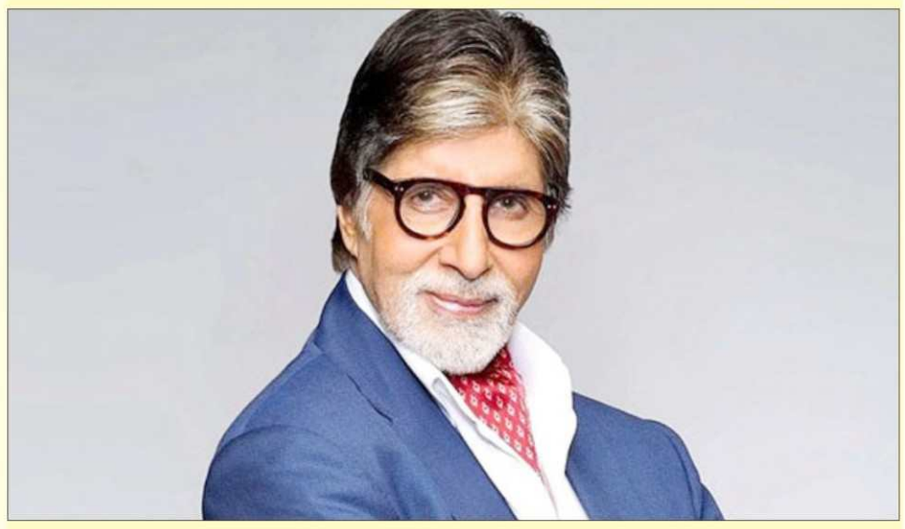

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আসছে ২২ জানুয়ারি ভারতের অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন করা হবে। এরই আগে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চলছে ভারতজুড়ে। এদিকে রামমন্দিরের উদ্বোধনে আমন্ত্রণ পেয়েছেন বলিউডের অনেক বড় বড় তারকা। অমিতাভ বচ্চনও সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছেন।

এরই মাঝে এবার আরেক চমকপ্রদ খবর দিয়ে আলোচনায় এসেছেন বলিউড শাহনে শাহ অমিতাভ বচ্চন। অযোধ্যায় রামমন্দিরের কাছেই নাকি তিনি জমি কিনেছেন। শুধু তা-ই নয়, সেখানেই তিনি বাড়ি বানিয়ে থাকতে চান-এমনটাও শোনা যাচ্ছে।

এ খবর শুনে কেউ কেউ মনে করছেন তিনি জীবন সায়হ্নে সেখানে অধ্যাত্ম সাধনা ও স্রষ্টার আরাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন বলেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ভারতের উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় একটি সেভেন স্টার এনক্লেভে বাড়ি করতে চান অমিতাভ বচ্চন আর তাই সেখানে বিশালাকায় একটি প্লট কিনে ফেলেছেন তিনি। মুম্বাইয়ের বাড়ি নির্মাতা দ্য হাউজ অফ অভিনন্দন লোধা এ জমির আয়তন বা দাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানানি।

তবে একটি সূত্রে জানা গেছে, অযোধ্যায় প্রায় ১০ হাজার বর্গফুট জমি কিনেছেন অমিতাভ। এর বর্তমান মূল্য প্রায় ১৪.৫ কোটি রুপি। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৯ কোটি টাকারও বেশি। জায়গাটির নাম 'সরযূ'। একরের হিসেবে এর আয়তন ৫১ একরেরও বেশি। ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধনের সময়েই এই জমিটিও উদ্বোধন করা হবে বলে জানা গেছে।

অমিতাভ বচ্চনের এ জমিটি রামমন্দির থেকে মাত্র ১৫ মিনিটের দূরত্বে এবং নিকটবর্তী বিমানবন্দর থেকে ৩০ মিনিটের দূরত্বে রয়েছে। জানা গেছে, যে আগামী ২০২৮ সালের মধ্যেই এখানে একটি পাঁচতারকা বিলাসবহুল হোটেল গড়ে উঠবে।

এ প্রসঙ্গে ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমকে অমিতাভ বচ্চন জানান, অযোধ্যার সরযূতে এক নতুন জার্নি শুরু করতে চলেছি আমি। দ্য হাউজ অফ অভিনন্দন লোধা এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করছেন। ঐ জায়গাটা আমার হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছে। ধর্মভাবনার যে ঐতিহ্যবাহী ধারা এই অযোধ্যার চারপাশে, আমাকে মানসিকভাবে খুবই আকৃষ্ট করে। ভৌগোলিক বাধা পেরিয়ে, সীমানা পেরিয়ে চলে যায় এ আধ্যাত্মিক আবহ।

অভিনন্দন লোধার মতে, অমিতাভ বচ্চনই এই সরযূর প্রথম বাসিন্দা হতে চলেছেন এবং তার এ বাড়িটি ক্রমে ক্রমে অযোধ্যার স্থানীয় ধর্মীয় চেতনার অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠবে।

অমিতাভ বচ্চন আরও বলেন যে, 'অযোধ্যার আত্মার ভেতরে যাত্রা শুরু হলো এভাবে যেখানে ঐতিহ্য আর আধুনিকতা যেন হাত ধরাধরি করে চলেছে। বিশ্বের অন্যতম ধর্মীয় পীঠস্থান, আধ্যাত্মিক রাজধানীর বুকে আমি আমার বাড়ি গড়ে তুলতে চলেছি।'

জানা গেছে, অমিতাভ বচ্চনের জন্মস্থান প্রয়াগরাজ অযোধ্যার সরযূ থেকে ৪ ঘণ্টার পথ। কারও কারও ধারণা, অমিতাভ বচ্চনের এ বিনিয়োগে ধীরে ধীরে অযোধ্যার অর্থনৈতিক সচ্ছলতা সৃষ্টি হবে।

ট্রেলারেই মুগ্ধ করেছে দীপিকা-হৃতিকের 'ফাইটার'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ১৫ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে বহুল আলোচিত সিনেমা 'ফাইটার'র ট্রেলার। ট্রেলার দেখেই মুগ্ধ হয়েছেন ভক্ত-অনুরাগীরা। পুরো সিনেমা তো পড়েই রয়েছে! ট্রেলার মুক্তির পর থেকে সিনেমাপ্রেমীরা তাদের ভালোলাগার কথা বিভিন্ন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করছেন।

'ফাইটার' সিনেমার মধ্য দিয়ে প্রথমবার জুটি বেঁধেছেন হৃতিক রোশন ও দীপিকা পাড়ুকোন। জুটিটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে সিনেমা বিশ্লেষকরা মনে করছেন। সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন বলিউডের সফলতম পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ।

অ্যাকশন ঘরানার সিনেমা নির্মাণে সিদ্ধার্থ আনন্দের দক্ষতা সবার কাছে প্রশংসিত। দর্শক ও বক্স অফিসের নাড়ি ভালোই বুঝতে পারেন এ নির্মাতা। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ 'পাঠান' সিনেমার মাধ্যমে দিয়েছেন। সিনেমাটি দিয়ে তিনি বিশ্বজুড়ে ঝড় তুলেছিলেন তিনি।

'পাঠান' সিনেমার সাফল্যের রেশ কাটতে না কাটতেই দর্শকদের জন্য 'ফাইটার' নিয়ে এলেন সিদ্ধার্থ। 'ওয়ার'-এরপরে আবার 'ফাইটার' সিনেমায় হৃতিকের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন তিনি। এ ছাড়াও দীপিকার সঙ্গে পরিচালকের সখ্য সবারই জানা।

১৫ জানুয়ারি মুম্বাইতে ছিল এ সিনেমার ট্রেলার প্রকাশের বিশাল আয়োজন। তবে ট্রেলার মুক্তির অনুষ্ঠানে আসেননি দীপিকা। ফলে কেউ কেউ বলছেন, এ নায়িকার সঙ্গে পরিচালকের সঙ্গে মনোমালিন্যের হয়েছে বলে তিনি আসেননি।

আসছে ২৫ জানুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে 'ফাইটার'। গত বছর চৈত্রসংক্রান্তির দিন প্রকাশ হয়েছিল এ সিনেমার প্রথম প্রচার ঝলক। দীপিকা 'ফাইটার' নিয়ে প্রথম থেকে উত্তেজিত ছিলেন। তিনি আশা করছেন এটি চলতি বছরের সেরা সিনেমা হবে।

এ সিনেমায় হৃতিকের সঙ্গে তার রসায়ন এখন পর্যন্ত সেরা দাবি করেছেন অভিনেত্রী। এত কিছুর পরেও ট্রেলার মুক্তি অনুষ্ঠানে এলেন না অভিনেত্রী। যদিও অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি শরীর ভালো নেই দীপিকার।

দীপিকা নিজেও সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'আমি আমার টিমকে আজকে বড্ড মিস করছি, তোমাদের অনেক শুভেচ্ছা।'

বিমানবন্দরে হয়রানির শিকার রাধিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণী সিনেমার নায়িকা রাধিকা আপ্তে বিমানবন্দরে হয়রানির শিকার হয়েছেন। জানা গেছে, কয়েক ঘণ্টা বিমানবন্দরে আটকে ছিলেন এ নায়িকা। ঘটনা এখানেই শেষনয়।

রাধিকা আপ্তে দাবি করেন, তাকে ও একদল যাত্রীকে একপ্রকার আটকে রাখা হয়েছিল এরোব্রিজের মধ্যে। সেই ছিল ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন রাধিকা।

কোন এয়ারলাইন্সের বিমানে বা কোথা থেকে তিনি বিধান ধরছিলেন তা উল্লেখ করেননি রাধিকা। তবে লিখেছেন বিমান ছাড়তে দেরি হচ্ছিল। কিন্তু বিমান পরিবহন সংস্থা তিনিসহ একদল যাত্রীকে এরোব্রিজের মধ্যেই আটকে রাখেন। টয়লেটেও যেতে দেওয়া হয়নি।

এ প্রসঙ্গে রাধিকা লিখেছেন, ১৩ জানুয়ারি সকাল সাড়ে আটটায় আমার বিমান ছাড়ার কথা ছিল। ১০টা ৫০ মিনিটেও বিমানে উঠতে পারিনি। কিন্তু বিমান সংস্থা আমাদের এরোব্রিজের মধ্যে একপ্রকার বন্দি করে রেখছে। যাত্রীদের মধ্যে শিশু ও বয়স্ক মানুষ রয়েছেন। নিরাপত্তাকর্মীরা এরোব্রিদের দরজা খুলছেন না। কেন দরজা খোলা হবে না কার কোনো যুক্তিও নিরাপত্তা কর্মীদের কাছে ছিল না। ইনস্টাগ্রামে ওই ভিডিও পোস্ট করেছেন রাধিকা।

রাধিকা আরও দাবি করেন, যাত্রীদের বিমানসংস্থা জানিয়েছিল ঘণ্টাখানেক তাদের অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় রাধিকার দাবি, আমি ভেতরে আটকে রয়েছি। বিমান সংস্থার তরফে আমাদের বলা হয়েছে বেলা ১২টা পর্যন্ত আমাদের আটকে থাকতে হবে। বাথরুমে যেতে পারছি না, খাবার পানিও নেই।

বিমান ছাড়তে দেরির কারণ হিসেবে বলা হয়েছে বিমানের ক্রু বদল হবে। তার পরেই বিমান ছাড়বে। কিন্তু নতুন ক্রু টিম আসেনি। এ নিয়ে রাধিকা লিখেছেন, আসলে ওদের ক্রুরা আসেনি। কখন তারা আসবেন তাও তারা বলতে পারছে না। তাই কখন বিমান ছাড়বে তা জানা যাচ্ছে না। এমি এক নারী কর্মীর সঙ্গে কথাবলতে পেরেছিলাম। কিন্তু তিনি বললেন কোনো সমস্যা হয়নি। অথচ আমাদের বন্দি থাকতেই হচ্ছে।

বর্ষসেরা কোচ হয়ে

যা বললেন গার্দিওলা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ফিফা বেস্ট মেনস কোচের অ্যাওয়ার্ড জিতে পেছন ফিরে তাকালেন পেপ গার্দিওলা। স্প্যানিশ এই কোচ আওড়ালেন যেখান থেকে পথচলার শুরু, সেই বার্সেলোনার স্মৃতি। বললেন ম্যানচেস্টার সিটির সাফল্যের পেছনের মন্ত্র, কঠোর পরিশ্রমে ধাপে ধাপে এগোনোর কথা।

লন্ডনে ১৫ জানুয়ারি রাতে 'দা বেস্ট ফিফা ফুটবল অ্যাওয়ার্ডস' অনুষ্ঠানে বিজয়ী হিসেবে গুয়ার্দিওলার নাম ঘোষণা করা হয়। ইন্টার মিলান কোচ সিমোনে ইনজাগি ও নাপোলি কোচ লুসিয়ানো স্পালেত্তিকে পেছনে ফেলে এই সেরার পুরস্কার জিতে নেন সিটি কোচ।

২০২২ সালের ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ২০ অগাস্ট পর্যন্ত সময়ের পারফরম্যান্স বিবেচনায় এই পুরস্কার পেলেন গুয়ার্দিওলা। ওই সময়ে ৫২ বছর বয়সী এই কোচের হাত ধরে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় দল হিসেবে ট্রেবল (চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, প্রিমিয়ার লিগ ও এফএ কাপ) জয়ের কীর্তি গড়ে সিটি।

ট্রেবলের স্বাদ অবশ্য কোচ হিসেবে বার্সেলোনার হয়ে আগেই পেয়েছিলেন গুয়ার্দিওলা, ২০০৯ সালে। সিটি কোচ হিসেবে এই প্রথম। দুই ট্রেবলের তুলনা নিয়ে থিয়েরি অঁরির করা প্রশ্নে যেন একটু স্মৃতিকাতরই হয়ে পড়লেন তিনি।

গার্দিওলা বোলেণ, বার্সেলোনা আমার হৃদয়ের ক্লাব। তাদের কারণেই আমি আজ এখানে। কিন্তু ম্যানসিটির হয়ে ট্রেবল জিততে পারা ১৫/২০ বছর আগে আমরা এখানে ছিলাম না। ধাপে ধাপে সিটির তৈরি হওয়ার শুরুটা হয়েছিল যখন রবের্তো মানচিনি কোচ ছিলেন। ওই সময়ে আমরা এই মঞ্চে থাকার প্রত্যাশাও করতে পারিনি।

তিনি জানান, ব্যাকরুম স্টাফ এবং আমার পক্ষ থেকে আমার খেলোয়াড়দেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। গত বছর তাদের সঙ্গে চলাটা ছিল আমার জন্য আনন্দের।

ইতিহাসের প্রথম কোচ হিসেবে দুইবার ট্রেবল জয়ের কীর্তি গড়া গুয়ার্দিওলা এ নিয়ে দ্বিতীয়বার ফিফার বর্ষসেরা কোচ নির্বাচিত হলেন। ২০১০ সালের বার্সেলোনার কোচ হিসেবে প্রথম এই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তিনি।

অষ্টমবারের মতো ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার মেসি

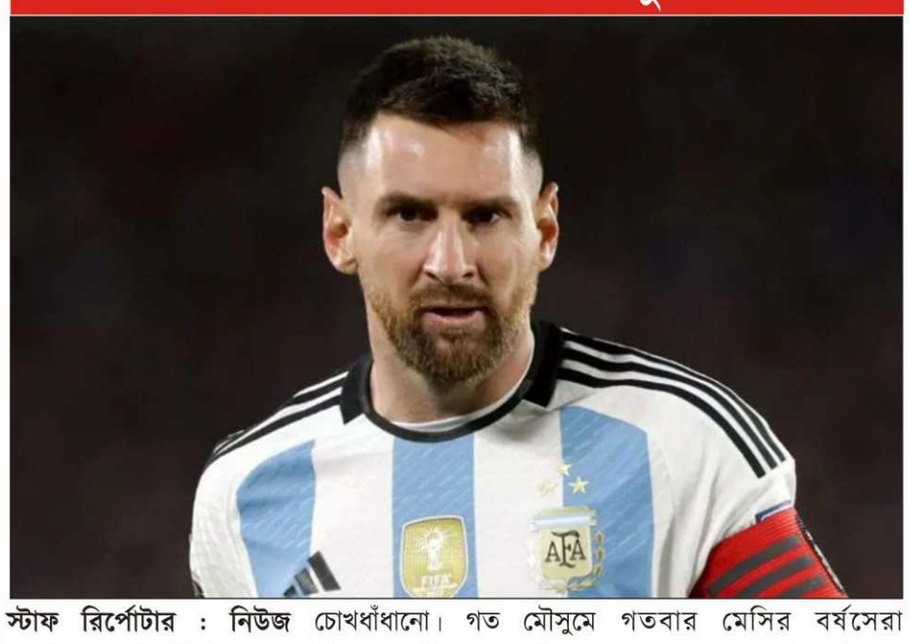

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রতিদ্বন্দ্বী দুইজনের চেয়ে পারফরম্যান্স আহামরি কিছু অবশ্য ছিল না লিওনেল মেসির। তবে ভোটাভুটিতে তিনি ছাড়িয়ে গেলেন সবাইকে। আর্লিং হালান্ড ও কিলিয়ান এমবাপেকে পেছনে ফেলে ২০২৩ সালের ফিফা বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলারের স্বীকৃতি 'দা বেস্ট ফিফা মেন'স প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ড' জিতলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

লন্ডনে ১৫ জানুয়ারি রাতে 'দা বেস্ট ফিফা ফুটবল অ্যাওয়ার্ডস' অনুষ্ঠানে পুরস্কারটির বিজয়ী হিসেবে মেসির নাম ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না তিনি। টানা দ্বিতীয় এবং সব মিলিয়ে অষ্টমবারের মতো ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি পেলেন ৩৬ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড।

গত সেপ্টেম্বরে ফিফার বিশেষজ্ঞ প্যানেল প্রথমে ১২ জনের তালিকা দিয়েছিল। তাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত তিন জনের তালিকা ডিসেম্বরে প্রকাশ করা হয় ফিফা ওয়েবসাইটে জাতীয় দলের কোচ, অধিনায়ক, ফুটবল সাংবাদিক ও সমর্থকদের দেওয়া ভোটে।

এবার পুরস্কারটি জয়ের সম্ভাবনায় ম্যানচেস্টার সিটির ট্রেবলজয়ী স্ট্রাইকার হালান্ডকে এগিয়ে রাখা হচ্ছিল। ২০২২-২৩ মৌসুমে সিটির জার্সিতে নরওয়ের তারকার পারফরম্যান্স ছিল রীতিমতো চোখধাঁধানো। গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে রেকর্ড ৩৬ গোল করেন হালান্ড। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে করেন ক্লাব রেকর্ড ৫২ গোল। সেরার জন্য বিবেচিত সময়ে ৩৩ ম্যাচে তার গোল ছিল ২৮টি।

ফিফার ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, পুরস্কারটি জিততে হালান্ডের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে মেসির। ভোটাভুটিতে দুইজনই সমান ৪৮ স্কোরিং পয়েন্ট পেয়েছেন। কিন্তু (নিয়মের ধারা অনুযায়ী) জাতীয় দলের অধিনায়কদের পছন্দের তালিকায় সবচেয়ে বেশিসংখ্যকবার প্রথমে থেকে এগিয়ে যান মেসি। এমবাপে ৩৮ স্কোরিং পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় হয়েছেন।

বিভিন্ন নামে ১৯৯১ সাল থেকে বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার দিয়ে আসছে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্তা সংস্থাটি। শুরু থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ফিফা ওয়ার্ল্ড প্লেয়ার অব দা ইয়ার নামের পুরস্কারটি একবার জেতেন মেসি, ২০০৯ সালে। সেই থেকে শুরু সেরার মঞ্চে এই মহাতারকার আধিপত্যের।

পরের ৬ বছর ফরাসি ম্যাগাজিন 'ফ্রান্স ফুটবল' আর ফিফা মিলে দেয় ফিফা ব্যালন দ'র। এই পুরস্কারটি মেসি জেতেন ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৫ সালে। এরপর বর্তমানের'দা বেস্ট' নাম দেয় ফিফা, যেটি মেসি প্রথম জেতেন ২০১৯ সালে। এরপর টানা দুইবার পুরস্কারটি জিতলেন তিনি।

গতবার মেসির বর্ষসেরা হওয়ায় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল কাতার বিশ্বকাপে তার অসাধারণ পারফরম্যান্স। ৩৬ বছরের খরা কাটিয়ে দলকে বিশ্বকাপ জেতানোয় সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন তিনি।

তবে বিশ্বকাপ এবারের পুরস্কারের জন্য বিবেচিত সময়ের মধ্যে ছিল না। সেরা খেলোয়াড় নির্বাচনে ২০২২ সালের ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ২০ আগস্ট পর্যন্ত সময় বিবেচনায় নেওয়া হয়। এই সময়ে পিএসজির লিগ আঁ শিরোপা জয়ে অবদান রাখেন মেসি। প্যারিসে নিজের দ্বিতীয় মৌসুমে লিগে সর্বোচ্চ অ্যাসিস্ট করেন তিনি। ছিলেন লিগ আঁর মৌসুম সেরা দলে।

গত মার্চে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ছেলেদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেন সাবেক বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড। পিএসজি ছেড়ে গত জুলাইয়ে তিনি যোগ দেন মেজর সকার লিগের দল ইন্টার মায়ামিতে। সেখানেও গোলের পর গোল করে তিনি রাখেন ছাপ, বিবেচিত সময়ে দলটির হয়ে ৭ ম্যাচে করেন ১০ গোল। দলটির হয়ে লিগস কাপ জিতে ৪৪ ট্রফি নিয়ে ফুটবল ইতিহাসের সফলতম খেলোয়াড় হয়ে যান মেসি। এসবের স্বীকৃতি হিসেবে আরেকবার ফিফা বর্ষসেরা হলেন তিনি। এবারের ব্যালন দ'রও জেতেন মেসি।

ফিফা 'দ্য বেস্ট' :

নিজেকেই ভোট দেননি মেসি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টানা দ্বিতীয়বারের মতো ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার হাতে তুললেন লিওনেল মেসি। লন্ডনে সোমবার রাতে 'দ্য বেস্ট ফিফা ফুটবল অ্যাওয়ার্ডস' অনুষ্ঠানে বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হয়। যেখানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আর্লিং হালান্ড ও কিলিয়ান এমবাপ্পেকে পেছনে ফেলে পুরস্কার জিতে নেন মেসি। তবে নিজ হাতে পুরস্কার নিতে যেতে পারেননি তিনি। তার বদলে পুরস্কার গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ও ফরাসি কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরি।

তবে বিস্ময়ের ব্যাপার, মেসি নিজেই হয়ত বিশ্বাস করতে চাননি এমন কিছু। এর আগে উয়েফা বর্ষসেরার ক্ষেত্রে মনোনয়ন পেলেও তাতে উপস্থিত হননি তিনি। সেবার সেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন আর্লিং হালান্ড। এমনকি এবারেও ফিফার সেরার মঞ্চে ম্যানচেস্টার সিটির এই স্ট্রাইকারও ছিলেন ফেবারিট। তবে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সংখ্যকবার শীর্ষে থাকার সুবাদে মেসিই জিতেছেন ফিফা দ্য বেস্টের পুরস্কার। আর্লিং হালান্ডের সঙ্গে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে টাই হলেও, মেসি সর্বোচ্চ ১০৭ বার ৫ পয়েন্টের ভোট পেয়েছেন। যেখানে হালান্ড পেয়েছেন ৬৪ বার। এতেই সেরার পুরস্কার চলে যায় আর্জেন্টাইন অধিনায়কের হাতে। অথচ, অধিনায়ক হিসেবে সেরার ভোট দিতে গিয়ে নিজেকেই ভোট দেননি মেসি। সেরা তিনের জন্য সাবেক সতীর্থ কিলিয়ান এমবাপেকেও বেছে নেননি তিনি। বরং প্রতিদ্বন্দ্বী আর্লিং হালান্ডকেই দিয়েছেন ভোট। সেরার ভোটে মেসির সেরা তিন ছিলেন আর্লিং হালান্ড, কিলিয়ান এমবাপ্পে এবং হুলিয়ান আলভারেজ। তবে মেসির আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনি নিজের প্রথম ভোট শিষ্য মেসির জন্যই রেখে দিয়েছেন। সেরার লড়াইয়ে তিনি ভোট দিয়েছেন মেসি, আলভারেজ এবং এমবাপ্পেকে। এমনকি ব্রাজিলের কোচ ফার্নান্দো দিনিজও ভোট দিয়েছেন মেসিকেই। তার সেরা তিনে ছিলেন লিওনেল মেসি, কেভিন ডি ব্রুইনা এবং আর্লিং হালান্ড।

ক্ষমা চাইলেন

বার্সা কোচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এলক্লাসিকো মানেই তো বাড়তি উত্তেজনা। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে গ্যালারিতে থাকা দর্শকের দারুণ একটি ম্যাচ উপহার দেবেন রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা, সেটিই আশা করেন সবাই।

কিন্তু এবার এলক্লাসিকো দেখতে এসে গ্যালারিতে বসে একেবারেই হতাশ দর্শকরা। এলক্লাসিকোতে এমন একপেশে ম্যাচ হয়তো কেউই আশা করেননি। বছরের শুরুতে সৌদি আরবের বিয়াদে আল আওয়াল পার্কে উত্তেজনাকর লড়াইকে একেবারে ডাল-ভাত বানিয়ে দিল রিয়াল। বার্সাকে তারা উড়িয়ে দিলো ৪-১ গোলে। সেটিও আবার ফুটবলপ্রেমীদের দেখতে হলো স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে।

বার্সেলোনার এমন বাজে পারফরম্যান্সের কারণে দর্শকদের ধুয়ো শুনতে হয়েছে কোচ জাভি হার্নান্দেজকে। দলের হারের দায় নিজে ঘাড়ে নিয়ে ম্যাচ শেষে দর্শকদের কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন জাভি।

জাভি বলেন, 'আমরা ফাইনালের মতো এমনভাবে খেলতে পারি না। রক্ষণে এবং উচ্চ চাপ তৈরিতে আমরা খুবই বাজে পারফর্ম করেছি। আপনি ২-০ গোলে পিছিয়ে থেকে ফাইনাল শুরু করতে পারবেন না। তারপরে আমরা রবার্ট লেভানডস্কির গোলে ম্যাচে কিছুটা ফিরে এসেছি। কিন্তু পেনাল্টি, যা আমার মতে পেনাল্টি ছিল না, সেটি আবার পেছনে ফেলে দিল।'

বার্সা কোচ আরও বলেন, 'দ্বিতীয়ার্ধ সত্যিই খারাপ হয়েছে। খেলার রক্ষণভাগে আমরা তাদের আটকে দেইনি। ফাউল করিনি। তারা তা (ফাউল) থেকে বাঁচে, সেখান থেকেই প্রথম দুটি গোল করেছে। আমরা এটি জানতাম এবং প্রশিক্ষণে এটি বন্ধ করার জন্য কাজ করেছিলাম। কিন্তু কার্যকর হয়নি। শুধু বার্সা ম্যানেজার হিসেবে নয়, একজন বার্সা ভক্ত হিসেবে আমি খুবই দুঃখিত। এটাই আমি বলতে পারি। আমাদের ভক্তদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, তবে আমরা ফিরে আসব।'

এই ম্যাচে রিয়ালের হয়ে প্রথমার্ধেই দারুণ এক হ্যাটট্রিক করেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড গোল করেন ম্যাচের ৭, ১০ ও ৩৯তম মিনিটে। শেষ গোলটি ভিনি করেছেন পেনাল্টি থেকে। অপরদিকে বার্সার হয়ে একমাত্র গোলটি পোল্যান্ডের ফরোয়ার্ড রবার্ট লেভানডস্কি করেন ম্যাচের ৩৩তম মিনিটে।

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ থেকে

ছিটকে গেলেন উইলিয়ামসন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগেই জানা ছিল, পাকিস্তানের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ খেলবেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। এরপর তৃতীয় ম্যাচে বিশ্রাম নিয়ে শেষ দুই ম্যাচে আবার দলে ফিরবেন তিনি। কিন্তু সেটি আর হতে দিলো না ইনজুরি।

হাঁটুর চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠার আগেই হ্যামিল্টনে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে নেমে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়েছেন উইলিয়ামসন। যে কারণে পুরো সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন কিউই অধিনায়ক। আজ সোমবার নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড জানিয়েছেন, সিরিজের আর কোনো ম্যাচেই ফেরার সম্ভাবনা নেই উইলিয়ামসনের। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে তাকে দলে পাওয়ার আশা করছেন স্টিড।

স্টিড বলেন, 'আমাদের সন্নিকটে টেস্ট ম্যাচ রয়েছে। আমি মনে করি, অধিক গুরুত্বের সিরিজে আগেই আমরা চেষ্টা করবো তাকে (উইলিয়ামসন) দলে ফেরাতে।'

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের বাকি ম্যাচগুলোতে উইলিয়ামসনের পরিবর্তে দলে ফিরতে পারেন টিম সেইফার্ট। তবে স্টিড জানিয়েছেন, উইকেটরক্ষক ব্যাটার ডেভন কনওয়ের বদলি হিসেবে রাখা হয়েছে। কনওয়ের পরিবর্তে সিরিজে প্রয়োজনে সেইফার্টকে খেলাবেন স্টিড।

এদিকে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ জিতে ২-০ তে এগিয়ে গেছে নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে নেমে ২৬ রানের মাথায় হ্যামস্ট্রিং চোটে পড়ে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন উইলিয়াম।

কেন স্বামী শোয়েব মালিকের সব ছবি মুছে দিলেন সানিয়া মির্জা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বেশ কিছু দিন সব চুপচাপ থাকার পর ফের আলোচনায় সানিয়া মির্জা-শোয়েব মালিক। তাদের বিচ্ছেদের জল্পনা হচ্ছে আরো তীব্র।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শোয়েবের সব ছবি মুছে দিলেন ভারতীয় টেনিস তারকা। একটিমাত্রই ছবি রয়েছে। সেখানে সানিয়া এবং শোয়েবের সঙ্গে তাদের ছেলে ইজহান রয়েছেন। সেই ছবির ক্যাপশনে শোয়েবের বিশেষ নামোল্লেখ নেই। ইজহানের জন্মদিন উপলক্ষে সেই ছবিটি পোস্ট করেছিলেন সানিয়া।

অনেক মাস ধরেই সানিয়া এবং শোয়েবের সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা চলছে। বিভিন্ন কাজে, আকারে-ইঙ্গিতে একে অপরের সঙ্গে দূরত্ব তারা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ বারের কাজ আবার তাদের প্রচারে এনে ফেলেছে। ইদানিং শোয়েবের সম্পর্কে কোথাও কোনও কথা বলেননি সানিয়া। শোয়েবও সানিয়াকে নিয়ে মুখ খোলেননি। ধীরে ধীরে বিচ্ছেদের জল্পনা আরও জোরদার হচ্ছে।

কিছু দিন আগে পর্যন্তও শোয়েবের ইনস্টাগ্রাম বায়োতে লেখা থাকত সানিয়ার স্বামী হিসাবে। এর পর নিজেকে একজন 'সুপারউওম্যান'-এর স্বামী হিসেবেও উল্লেখ করেছিলেন শোয়েব। সেই বাক্য সরিয়ে নিয়েছেন। এমনকি তার ইনস্টাগ্রামেও সানিয়ার ছবি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে ছেলে ইজহানের সঙ্গে অনেক ছবি রয়েছে।

কিছু দিন আগে সানিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে শোয়েবকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি মজা করে বলেছিলেন, 'অনেকেই তো বলছে আমাদের সম্পর্ক নাকি ভাল নেই। আপনাদের কী মনে হয়?' তারপরেও চর্চা থামেনি। বরং এ বার তা আরও প্রকট হল।

অপরাজিত ৪০৪,

ভারতের ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস গড়লেন প্রখর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ক্রিকেটে ইতিহাস গড়েছেন কর্নাটকের ব্যাটার প্রখর চতুর্বেদী। কোচবিহার ট্রফির ফাইনালে তিনি অপরাজিত ৪০৪ রান করেছেন। মুম্বাইর বিরুদ্ধে ম্যাচে তিনি এই রেকর্ড গড়েছেন। যুবরাজ সিংহের ২৪ বছর পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন প্রখর।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মহেন্দ্র সিংহ ধোনির বিহারের বিরুদ্ধে জামশেদপুরের ম্যাচে ৩৫৮ রান করেছিলেন যুবরাজ। সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন প্রখর। তিনি অপরাজিত ৪০৪ করেছেন ৬৩৮ বলে। ইনিংসে ৪৬টি চার এবং ৩টি ছয় মেরেছেন তিনি। কর্ণাটকের শিমোগার নাভুলে স্টেডিয়ামে ছিল খেলা।

কর্ণাটক টসে জিতে ফিল্ডিং নেয়। মুম্বাইয়ের ৩৮০ রানের জবাবে ২২৩ ওভারে ৮৯০/৮ তুলে ডিক্লেয়ার করে দেয় তারা। পুরো ইনিংসটাই ক্রিজে থাকেন প্রখর। মনন ভাটের বলে বেশি আক্রমণ করেন তিনি। ৯৭ রান নেন তার বলে। ওপেনিং জুটিতে কার্তিক এসের সঙ্গে ১০৯ রানের জুটি গড়েন। এর পর দ্বিতীয় উইকেটে হর্ষ ধর্মানির সঙ্গে ২৯০ রানের জুটি গড়েন। কার্তিক কেপির সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে ১৫২ রানের জুটি গড়েন। এই ম্যাচে কর্নাটকের হয়ে খেলছেন রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে সমিতও। তার সঙ্গে ৪১ রানের জুটি গড়েন প্রখর। কর্ণাটক ফাইনালে জিতেছে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR